দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 DEC 1981

পৃষ্ঠা ... কলাম ৩ ...

267

শিক্ষাঙ্গনে

ছাত্র বেতন বৈষম্য

সরকারী স্কুল অপেক্ষা বেসরকারী স্কুলের ছাত্র বেতন ১০/১২ গুণ বেশী। সরকারী হাই স্কুলে সর্বোচ্চ বেতন যেখানে মাত্র ১০ টাকা সেখানে বেসরকারী স্কুলে তার পরিমাণ কোথাও ১০০ টাকা পর্যন্ত কিংবা তারও বেশী।

ছাত্র বেতনের এই ব্যাপক পার্থক্যের ফলে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষকরে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় কার্যতঃ মারাত্মক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে বলে আমরা মনে করি। আমাদের মতে, এই অবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ, সরকারী হাই স্কুলের সংখ্যাস্বল্পতা।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে যথার্থ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আরো সমস্যা আছে। প্রথমতঃ পাঠ্যপুস্তকের মান অতি নীচু। তাতে আবার ভুল-ভ্রান্তির ছড়া-ছড়ি। শিক্ষকদের মানও আশানুরূপ নয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছাত্র সংখ্যা, মাধ্যমিক পর্যায়ে বিশেষ করে বেসরকারী স্কুলগুলোতে প্রতিটি ক্লাসেই ছাত্রসংখ্যা এত বেশী যে সর্বাধিক দায়িত্র সচেতন শিক্ষকদের পক্ষেও শিক্ষার্থীদের প্রতি যথার্থ মনোযোগ দেয়া সম্ভব নয়। বলা যেতে পারে, গোটা পরিস্থিতিই অনভিপ্রেত এবং অচিরেই এসব সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন।

আমাদের মতে, বেতনের পার্থক্য দূর করার এবং ছাত্রসংখ্যার হার কমানোর জন্য দু'টি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ আরো সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং বর্তমান স্কুলগুলোকে রাষ্ট্রীয়করণ। তবে এটা রাতারাতি সম্ভব হবে না বলে অন্তর্বর্তীকালের জন্য বেসরকারী স্কুলগুলোর ছাত্র বেতনের হার সঙ্গত পর্যায়ে বেঁধে দিতে হবে, এবং তা এমনভাবে ধার্য করতে হবে যাতে সরকারী-বেসরকারী স্কুলের ছাত্র বেতনের হারের বর্তমান পার্থক্যটা ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়। এর ফলে বেসরকারী স্কুলগুলোর অর্থনৈতিক সমস্যা অবশ্যই দেখা দেবে, আর তা পূরণ করতে হবে সরকারী সাহায্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে।

—মোজহারুল হক (বাবুল)